بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৬ আগস্ট ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্কের সদস্যবৃন্দ

"আজকের এই যুগে, এটি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের সদস্যদের দায়িত্ব যে, তারা যেন বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন ইসলামের প্রকৃত চিত্র কী এবং এর বাস্তবতা কী।"
— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৪ আগস্ট ২০২১ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) ডেনমার্কের সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যগণ কোপেনহেগেনে অবস্থিত নুসরাত জাহান মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে অনলাইনে সভায় যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ ধর্ম ও সমসাময়িক সমস্যাবলি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসকে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পান।

খোদ্দামের একজন হুযূর আকদাসের কাছে একটি অ-ইসলামী সমাজে নিজেদের সন্তানদের বড় করার সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে জানতে চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

“পিতা-মাতার জন্য এটি আবশ্যক যে, তারা যেন সন্তানদের সাথে এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এমন হওয়া আবশ্যক যে, স্কুলে বা অন্য কোথাও যা-ই আলোচনা হোক না কেন, তা যেন তারা আপনাদের সাথে সচ্ছন্দে আলোচনা করতে পারে। যখন আপনাদের সন্তানেরা আপনাদের সামনে কোন কিছু উপস্থাপন করে, তখন সেটি এড়িয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, আপনাদের উচিত হবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং বিষয়টি তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া। এমন হতে পারে যে, আপনারা পাকিস্তানী মন-মানসিকতায় যেভাবে বড় হয়েছেন তাতে আপনাদের কাছে বিষয়টা কিছুটা বিব্রতকর মনে হতে পারে; কিন্তু, আপনাদের উচিত হবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সন্তানদেরকে উত্তর প্রদান করা। এমন কিছু বিষয় থাকবে, যেখানে আপনাদের সন্তানদেরকে আপনাদের বলতে হবে যে, যদিও এসকল বিষয় তাদের স্কুলে আলোচিত হয়েছে, তথাপি তাদের কোমলমতি বয়সের কারণে তাদের আরেকটু বড় এবং পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত এসব বিষয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়। আবার, আপনাদের আচরণে তাদেরও যেন মনে না হয় যে, তারা কোন কিছু ভুল করেছে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“সর্বোপরি, আপনাদের সন্তানদের অন্তরে এ ধারণাটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, তারা আহমদী মুসলমান। আপনাদের তাদেরকে যথাযথভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত কী — আর এটিই যে প্রকৃত ইসলাম — আর বুঝিয়ে বলতে হবে, আমরা কেন আহমদী এবং আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী। যেখানে বস্তুবাদী মানুষ কেবল তাদের পার্থিব ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়, সেখানে আমাদের লক্ষ্য আরও বৃহত্তর; আর তাই, শৈশব থেকেই, আপনার সন্তানদের এসকল বৃহত্তর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে পথপ্রদর্শন করুন।”

উপস্থিতদের আরেকজন হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, মানুষ যেন পবিত্র কুরআন অথবা পবিত্র ব্যক্তিত্বদের অবমাননা না করে সে জন্য বিভিন্ন দেশে ব্লাসফেমি আইন থাকা উচিত কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

“আল্লাহ্ তা’লা সেই একক সত্ত্বা যিনি তাঁর নবীদের জন্য, আর যা কিছু পবিত্র তার জন্য, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা করে থাকেন। এতে দুনিয়ার আইন কোন পার্থক্য করতে পারে না। ... তবে মানুষের দৃষ্টি আমাদের এদিকে আকর্ষণ করা উচিত যে, প্রকৃত স্বাধীনতা কাকে বলে। স্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে, আপনি মানুষের পকেট হতে অর্থ চুরি করা শুরু করবেন। স্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে, আপনি মানুষের ঘরে অনুপ্রবেশ করে তাদের সম্পত্তি লুট করবেন। এটি শর্তহীন নয়। সুতরাং, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, প্রত্যেক নাগরিকেরই জন্য আবশ্যক হওয়া উচিত যে, তিনি যেন অন্যের অনুভূতির দিকে দৃষ্টি রাখেন। এমন এক সমাজে, যেখানে মানুষের অনুভূতির দিকে দৃষ্টি রাখা হয়, আপনা আপনিই শান্তির এক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে, আর মানুষ একে অপরের অনুভূতি নিয়ে খেলা করে না।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“আল্লাহ্ তা’লা ব্লাসফেমি বা ধর্মের অবমাননার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেন নি। তবে, আল্লাহ্ তা’লা এটা বলেছেন যে, তোমাদের উচিত ভাই ভাই হিসেবে জীবন কাটানো এবং একে অপরের অনুভূতির বিষয় যত্নশীল থাকা। যদি সমাজের সদস্যগণ এই মৌলিক নীতি অবলম্বন করেন, তাহলে বাকি সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সমাজকে এ মূলনীতি অনুধাবন করতে হবে যে, মানুষের কেবল নিজ অধিকার অর্জনের ওপরই মনোনিবেশ করা উচিত নয়, বরং তাদের উচিত অন্যদের প্রতিও তাদের দায়িত্ব পালন করা — প্রত্যেক নাগরিকের এটি অনুধাবন করা উচিত। এটাই সেই শিক্ষা যা ধর্ম আমাদেরকে দিয়েছে।”

আরেকজন খাদেম হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, খোদা তা’লা কীভাবে তার প্রিয়জনদের, বিশেষ করে, তাঁর মনোনীত খলীফাগণের সাথে যোগাযোগ রেখে থাকেন।

এর ব্যাখ্যায় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহ্ তা’লার মানুষের সাথে কথা বলার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যদি আপনি ‘হাকীকাতুল ওহী’ [ওহীর প্রকৃত তাৎপর্য] পাঠ করেন, আপনি অনুধাবন করবেন কীভাবে আল্লাহ্ তা’লা তা করে থাকেন। কখনো কখনো, কোন বিষয়ে তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে জ্ঞাত করে থাকেন, আর অন্য সময়ে তিনি বিভিন্ন দিব্যদর্শনের মাধ্যমে কোন বিষয় জানিয়ে থাকেন, আর কখনোবা কোন ব্যক্তির অন্তরে একটি

চিন্তা গেঁথে দেওয়া হয় আর বিষয়টি সেই ব্যক্তির অন্তরে তার সামনে চিত্রিত হয়। কাউকে কতক বিষয়ে সরাসরি ওহী-ইলহাম অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে অবহিত করা হয়। সুতরাং, বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা কোন ব্যক্তির জন্য যা যথাযথ মনে করেন [তেমনভাবেই তা করে থাকেন]।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা কর্মের ফলও সৃষ্টি করেন; কেননা, তিনিই সেই সত্তা যিনি পথ প্রদর্শন করেন। কখনো কখনো, কারো অজ্ঞাতসারেই, তাকে কোন বিশেষ পথে পরিচালিত করা হয় এবং তিনি এটা অনুধাবন করতে পারেন না। যখন তিনি দোয়া করেন, হঠাৎ এক রাস্তা খুলে যায় এবং যখন তিনি সেই পথ অনুসরণ করেন, তিনি সফলতার মুখ দেখতে পান এবং তখন উপলব্ধি করেন যে, প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লারই ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং, এভাবে যোগাযোগের বিভিন্ন রকম পদ্ধতি রয়েছে।"

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে সম্প্রতি যোগদানকারী একজন খাদেম হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বাণী প্রচারের সর্বোত্তম পদ্ধতি কী?

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"আপনি কাউকে (আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদান করতে) বাধ্য তো করতে পারেন না। আল্লাহ্ তা'লা এমনকি মহানবী (সা.)-কেও বলেছিলেন যে, যদিও তোমাকে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে হবে, তুমি তোমার শিক্ষা কারো উপর চাপিয়ে দিতে পারো না, আর তুমি কাউকে তোমার অনুসরণ করতে বাধ্য করতেও পারো না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সত্য-মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেছে।' যদিও সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেছে, তবুও আপনি একে জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দিতে পারেন না। আপনি পয়গাম পৌঁছে দিন, আর যদি অন্যরা গ্রহণ করেন, তাহলে ভালো কথা। আর যদি তারা গ্রহণ না করেন, তাহলে তাদের জন্য দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন।"

হুযূর আকদাস মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর উদাহরণ বর্ণনা করেন। তার মা অমুসলিম ছিলেন এবং প্রতিদিন মহানবী (সা.)-কে গালিগালাজ করতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) মহানবী (সা.)-কে তার জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করলেন, ফলে তার হৃদয়ের হঠাৎ পরিবর্তন হলো এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

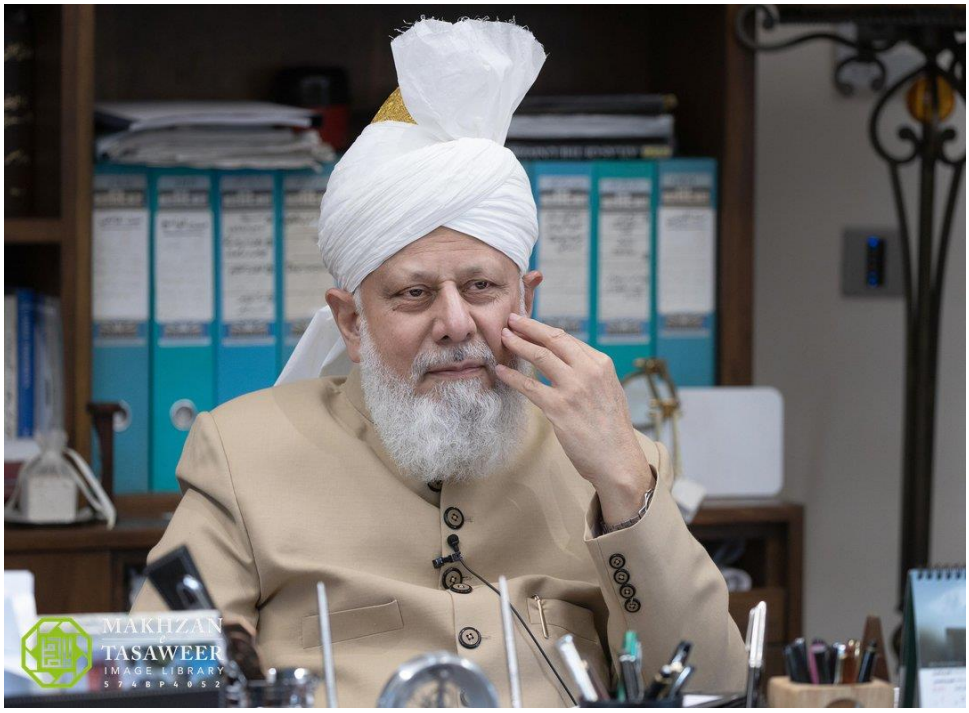

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা 'পরম করুণাময়' ও 'বার বার দয়াকারী' হলে অনেক শিশু কেন রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন বা নিরীহ নিষ্পাপ মানুষ কেন স্কিৎসোফ্রেনিয়ার ন্যায় মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কোন বিশেষ কারণেই কোন রোগের উদ্ভব হয় — তা শিশুর জন্মের পূর্বে অথবা পরে বাহ্যিক কোন কারণই হোক না কেন। কখনো কারো পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার জন্যও রোগের সূচনা হতে পারে। সুতরাং, এখানে প্রকৃতির আইন কার্যকর। যদি আপনি ম্যালেরিয়ায় পরিপূর্ণ কোন এলাকায় যান আর আপনাকে মশা কামড় দেয়, তাহলে এর ফল এই হবে যে, আপনার মাঝে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ ঘটবে, যদি না আপনি ম্যালেরিয়ানাশক ঔষধপত্র ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি অনেক সময় যদি কোন ব্যক্তি এমন ওষুধ ব্যবহারও করেন, তবুও তার ম্যালেরিয়া সংক্রমণ হতে পারে। সুতরাং, আমাদের কি প্রশ্ন করা উচিত, 'শিশুরা তো কারো কোন ক্ষতি করে নি, তবু কেন তাদের ম্যালেরিয়া হচ্ছে?'"

বিষয়টি আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"অনুরূপভাবে, মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কতকগুলো রোগ রয়েছে, যেমন স্কিৎসোফ্রেনিয়া ও বিষন্নতা, যেগুলো বিশেষ কিছু পরিস্থিতির ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এই যে, এমন অবস্থায় যারা আক্রান্ত তারা যদি কোনো ভুল করেন তবে, তাদের এই অপরাধের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাদের শাস্তি দেন না। ... আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তাঁর প্রতিদানসমূহের অনেকগুলোই পরকালে প্রদান করা হবে। যখন প্রতিদানসমূহ পরকালে প্রদান করা হবে, তখন যে ব্যক্তিকে আপনি ইহজীবনে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আছেন বলে বিবেচনা করেন, আর যার তুলনায় আপনি এমন অবস্থায় আছেন যে, আপনি (উত্তমরূপে) নামায ও ইবাদতসমূহ আদায় করতে পারেন, এমনও হতে পারে যে, পরকালে দেখা যাবে জান্নাতে তিনি আপনার চেয়েও উত্তম অবস্থায় থাকবেন। সুতরাং, এই হল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, দয়া ও ক্ষমা।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, সংবাদমাধ্যম কেন ইসলামকে সর্বদা আক্রমণ করতে থাকে এবং একে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে থাকে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যম অবহিত নয়; আর তাই যখন তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠনের এবং চরমপন্থীর অন্যায় আচরণ পরিলক্ষ করেন, তারা একেই ইসলামের চিত্র বলে ধরে নেন, অথচ সত্য থেকে এর চেয়ে দূরে আর কিছু হতে পারে না। হুযূর আকদাস বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদমাধ্যম কর্মীদের নিকট পৌঁছুতে হবে যেন তারা ইসলামের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে অবহিত হন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজকের এই যুগে, এটি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের সদস্যদের দায়িত্ব যে, তারা যেন বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন ইসলামের প্রকৃত চিত্র কী এবং এর বাস্তবতা কী। সুতরাং, এটি আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেন এমন হলো যে, আপনারা এখন পর্যন্ত আপনাদের দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছান নি, আর সংবাদমাধ্যমে কর্মরত প্রত্যেক কর্মীর কাছে কেন আপনারা এই বার্তা নিয়ে যান নি, আর কেনই বা সংবাদপত্রের জন্য আপনারা কলাম লেখেন নি?"

হুযূর আকদাস আরো বলেন যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সংবাদমাধ্যমের নিকট পৌঁছা উচিত এবং সম্পাদকদের প্রতি প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র লিখে পাঠানো উচিত; যেগুলো প্রকাশিত হলে ইসলামের সংশোধিত চিত্র উপস্থাপিত হবে। হুযূর আকদাস বলেন, ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার "কোন সুযোগই আপনারা হাতছাড়া করবেন না"।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সুতরাং, প্রকৃত ইসলামের বাণীকে সংবাদমাধ্যমের কাছে পৌঁছে দিন, যেন তারা আর এর সমালোচনা বা এর বিরুদ্ধে মিথ্যা আপত্তি উত্থাপন না করেন। সংবাদমাধ্যমের সাথে একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করুন এবং তাদেরকে (এসব বিষয়) অবহিত করুন। আপনারা তাদের সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করুন, তাদেরকে আপনাদের অনুষ্ঠানাদিতে আমন্ত্রণ জানান, এবং তাদের সাথে এমন এক সম্পর্ক গড়ে তুলুন যেন তারা আপনাদের লেখা প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতে সম্মত হন। তখন তারা নিজেরাই সত্যকে দেখতে পাবেন। অন্যথায়, যদি সংবাদমাধ্যম কেবল কতক তথাকথিত মুসলমানের অন্যায় আচরণ দেখতে পায়, তাহলে অবশ্যই তারা জনগণকে সে বিষয়ে অবহিত করবে। প্রকৃতপক্ষে, যখন আমরা তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করি, তখন তারা স্বীকার করেন যে, (তাদের বিগত প্রতিবেদনগুলোতে) তারা ভুল করেছেন। আমার সামনেই বেশ কয়েকজন এমন বলেছেন এবং এরপর থেকে তারা ইসলামের সপক্ষে লিখে চলেছেন।"

সভার সমাপ্তিলগ্নে, হুযূর আকদাস মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্ককে উৎসাহিত করেন, তারা যেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার এক অনুকরণীয় শাখায় পরিণত হন এবং আগামী বছরগুলোতে ডেনমার্কের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বাণী পৌঁছে দেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ডেনমার্কের মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার চেষ্টা করা উচিত, যেন তারা বিশ্বজুড়ে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার অন্যান্য শাখাসমূহের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত পরিণত হন। দ্বিতীয়ত, ডেনমার্কে ইসলাম সম্পর্কিত সাহিত্য অত্যন্ত বড় সংখ্যায় আপনাদেরকে বিতরণ করতে হবে। যদি আপনাদের জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ হয়ে থাকে, তাহলে প্রতি বছর আপনাদেরকে ২,৫০,০০০ - ৩,০০,০০০ লিফলেট বিতরণ করা উচিত। যদি মজলিস আনসারুল্লাহ্ও ২,৫০,০০০ এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ও ২,০০,০০০ বা ২,৫০,০০০ বিতরণ করে, তবে এক বছরের মধ্যে প্রায় আট-দশ লক্ষ মানুষের নিকট পৌঁছানো সম্ভব। আর এভাবে ছয় বছরের মধ্যে ডেনমার্কের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে আপনারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে পারবেন। এ পর্যন্ত, জনগণের এমনকি ৫ শতাংশও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কী, সে বিষয়ে অবহিত নন।"